শাশুড়ি-বধূ সম্পর্কিত লোকপ্রবাদ : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা

বুবুল শর্মা

লোকসাহিত্যের নিরক্ষর মানুষরা অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে উদ্ভাবন করেছিল ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকগান ইত্যাদি। স্বভাব কবিত্ব, সহজ-সরল মনের প্রকাশ এবং অনাড়ম্বর ভাবই ছিল মুখ্য, কৃত্রিম মায়াজাল কিংবা চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত। মেয়েলি পরিসরে রচিত প্রবাদে সংসার জীবনের স্মৃতিকথা থেকে উঠে আসা সমকালের সমাজ ও নারী জাতি সম্পর্কিত নানা তথ্য যেভাবে উঠে আসে, ঠিক তেমনি পারিবারিক জীবন প্রবাহের মধ্যে আবর্তিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের প্রকাশও আমরা লক্ষ করতে পারি।

বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজ পুরুষপ্রধান। তাই সমাজ-সংসার নিয়ন্ত্রণের ভার পুরুষের হাতেই থাকে। পুরুষের থেকে নারীরা একধাপ পিছিয়ে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার সীমিত এবং নানা শর্তসাপেক্ষে সীমাবদ্ধ। বাঙালি রমণীর বিবাহিত জীবনে স্বামীর বাড়ির নতুন পরিবেশে পরিবারের সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সময়ের প্রয়োজন হয়। তখন থেকেই তাকে নানা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনে নারীর প্রতি চরম অবহেলা আর অবজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদগুলি অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এই অঞ্চলের অসংখ্য প্রবাদে সমাজ জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা একান্তই বাস্তব এবং তার মধ্যে গভীর সত্য প্রকাশ পেয়েছে। বরাক উপত্যকার লোক প্রবাদে নারীদের সংকীর্ণ মনের প্রকাশ, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা, নববধূর প্রতি উপেক্ষা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘর জামাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিবাহিত পুত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আবার স্নেহপ্রবণ মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে প্রবাদের সত্য আপেক্ষিক, চিরন্তন নয়, তথাপি প্রবাদ বাস্তব ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় সরস বুদ্ধির প্রকাশ।

প্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, সুস্থ-সুন্দর সাংসারিক জীবন-যাপনের জন্য সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দান বা উপদেশ দেওয়া। প্রবাদে যেভাবে ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তেমনি প্রশংসা করার মনোভাবও প্রকাশ হতে দেখা যায়। বস্তুত, প্রবাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে মানব জীবন ও তার ইতিহাস। বরাক উপত্যকার সিলেটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরা এই ধরনের প্রবাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বর্তমান সময়ে প্রবাদের প্রচলন অনেকটা কমে গেলেও, কথাপ্রসঙ্গে অনেকের মুখ থেকে কিছু না কিছু প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রবাদ সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় এমনকি মেয়েলি বা রান্নাঘরের কথাকেও উপেক্ষা করে না। নারীর জবানিতে ফুটে ওঠা প্রবাদগুলিতে নারী মানসিকতাই পরিস্ফুট। লেখ্য সাহিত্যের মার্জিত প্রবাদের প্রচলন বরাক উপত্যকায় খুবই অল্প। বরাক উপত্যকার সমাজ জীবনে প্রাত্যহিক কথোপকথনে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষনীয়, যেমন—কোনো সামাজিক বৈঠক, বিচার সভা, প্রাত্যহিক আলাপচারিতা, ঝগড়া-কলহের বাক্যবাণে, কনিষ্ঠদের উপদেশ বা জ্ঞান দানে, পরামর্শ দানের নানা ছুতোয় প্রবাদের ব্যবহার ইত্যাদি এই অঞ্চলে নিত্যদিনের ব্যাপার। এই উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদের প্রাথমিক রূপ গ্রাম্য ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। লোকায়ত জীবনের নানা ঘটনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনধারণ শৈলী, রসবোধ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজের নানা চিত্র বরাক উপত্যকার প্রবাদে ধরা পড়ে। আমরা বরাক উপত্যকায় শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদের কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো।

২

১. অলক্কি যেবায় জাইন
উপ্তা বাতাসের লগ পাইন।
অর্থ : অলক্ষী যেদিকে যান, উল্টো বাতাসের সঙ্গ পাওয়া
প্রসঙ্গ-কথা : হতভাগা নারীর কপালে নানা দুর্গতি কোথাও তার শান্তি নেই।

২. আওলা বেটির বাওলা কীর্তন।
অর্থ : ভাবুক মহিলার বাউল কীর্তন
প্রসঙ্গ-কথা : আবেগবশত কোনও নারী গান কীর্তন শুরু করলে অনেক সময় এই ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়।

৩. এয়ো কপালো সিন্দুর দেখে
রাড়ির কপাল চুলকায়।
অর্থ : সধবার কপালে সিঁদুর দেখে বিধবার কপাল চুলকানো
প্রসঙ্গ-কথা : সধবার কপালে সিঁদুর দেখে বিধবার মর্মবেদনা।

৪. আইলে সুন্দর কিয়ারি আর
চুলে সুন্দর ঝিয়ারি।
অর্থ : কৃষিকাজের জমির আল সৌন্দর্য, আর রমণীর সৌন্দর্য চুলে
প্রসঙ্গ-কথা : কৃষকের হাল চাষের জমি যেমন আল দিয়ে বেঁধে সুন্দর করা হয়, তেমনি রমণীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সুবিন্যস্ত চুলের পারিপাট্যে।

৫. এড়ি অন্তে রাড়ি ভালা
পাক অন্তে পানি ভালা।
অর্থ : সধবা থেকে বিধবা ভালো, কাদা থেকে জল ভালো
প্রসঙ্গ কথা : স্বামী পরিত্যক্ত নারী থেকে বিধবা নারীর স্বভাব বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করতে এই প্রবাদের ব্যবহার।

৬. একলা ঘরের বউ
খাইতে বড় সুখ

মারতে আইলে ধরতে নাই
ওউই বড় দুখ।
অর্থ : একা ঘরের বধূ খুব সুখে খায়, মারতে এলে ধরতে নেই, এটাই বড় দুঃখ
প্রসঙ্গ-কথা : নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের করুণ চিত্র।

৭. গাই ভালা তো বাছুর ভালা
দুধ ভালা তো ঘি
নিতি নিতি নাইওর নিয়া
নষ্ট করলায় ঝি।
অর্থ : গাভী ভালো হলে বাছুর ভালো হবে, দুধ ভালো তাহলে ঘি ভালো হবে, নিত্য যদি মেয়ে বাবার বাড়ি যায়, তাহলে নষ্ট হবে।
প্রসঙ্গ-কথা : গাভীর গঠন প্রকৃতির সঙ্গে বাছুরের সম্পর্ক আর, গাভীর দুধ ভালো হলে উত্তম ঘি প্রস্তুত হবে। অপরদিকে মেয়ে যদি ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় তাহলে সে নষ্ট হবে।

৮. গাউ নষ্ট বাদে
পা নষ্ট খাদে
বউ নষ্ট নাইয়র দিলে
পুড়ি নষ্ট পাড়া বেড়ানিত দিলে।
অর্থ : গ্রাম নষ্ট খারাপ মানুষে, পা নষ্ট হয় খাদে পড়লে, বধু নষ্ট হয় নাইওর দিলে, কন্যা নষ্ট হয় ঘুরতে দিলে।
প্রসঙ্গ কথা : এই প্রবাদের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে কিভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়।

৯. যারে কিলায় না হাইয়ে
তারে কিলায় ভূতে।
অর্থ : স্বামী শাসন করে না স্ত্রীকে, তাকে শাসন করে ভূতে।
প্রসঙ্গ কথা : স্বামী শাসন করেন না বলে এই উক্তি।

১০. যেমন মা তেমন ঝি
তার তনে বড় নাতিনটি।
অর্থ : যেমন মা তেমন ঝি, তারথেকে বড় নাতিন।
প্রসঙ্গ-কথা : এখানে দিদিমার চাইতে নাতিনটি আরো জাদরেল।

১১. যার লাগি যার মজে মন
বিষ্ঠা আয় চন্দন।
অর্থ : যেখানে যার মন, সেখানে নোংরাও চন্দন হয়ে যায়।
প্রসঙ্গ-কথা : মনের মিল।

১২. তিনদিনর বউয়ে তিন কাম করে
আকতা পানিদি লাউ গাছ মারে।

অর্থ : নববধূ কাজ জানে না তাই, হঠাৎ জল দিয়ে লাউ গাছ মারে।
প্রসঙ্গ-কথা : নববিবাহিত বধুকে দিয়ে কাজ করানোর প্রয়াস। এখানে অনভিজ্ঞতা জনিত কারণে কাজে বিভ্রাট ঘটে।

১৩. তিন বিষ্ঠার বেটি
অর্থ : মল।
প্রসঙ্গ কথা : অতি নগণ্য।

১৪. দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
লম্বা ঘোমটার নারী
পেনার তলর শীতল পানি
তিনউ মন্দকারি।
অর্থ : দুষ্ট মানুষের মিষ্টি কথা, লম্বা ঘোমটায় নারী, কচুরিপানার নিচের ঠান্ডাজল, তিনটিই মন্দ।
প্রসঙ্গ-কথা : এখানে বাইরের রূপ দেখে না ভোলার ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে।

১৫. পরর বাড়ির সাদি
নাচিয়া মরে হারামজাদি।
প্রসঙ্গ কথা : প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের আয়োজনে রমণীর আনন্দ প্রকাশেও বাধাদান।

১৬. বেটিন জাত অজবুত
পানি দেখলে আয় মুত।
অর্থ : রমণীরা এতোটাই বোকা যে জল দেখলে প্রস্রাব এসে যায়)
প্রসঙ্গ-কথা : মেয়েদের ভয়-বিহ্বল চিত্রের প্রকাশ।

১৭. ভাই হউর দেখলে গোয়া গাছেও মাথা নোয়ায়।
অর্থ : ভাসুরকে দেখলে সুপারি গাছেও মাথা নোয়ায়।
প্রসঙ্গ-কথা : ভাসুরকে সমীহ করে চলার জন্য এই প্রবাদ।

১৮. মাতিলে মায় মাইর খায়
না মাতিলে বাপে কুত্তা খায়।
অর্থ : কথা বললে নির্যাতন, না বললে বাবা কুকুর খাবে।
প্রসঙ্গ কথা : চূড়ান্ত নির্যাতন।

১৯. মা ঝি যেন
বউর ভাত নাই ইন।
অর্থ : মা-মেয়ে যেখানে, সেখানেই বধুর ভাত নেই।
প্রসঙ্গ-কথা : শাশুড়ি, ননদ যেখানে বর্তমান সেখানে শ্বশুরবাড়িতে নববধূর জীবন নির্বিঘ্ন নয়, এখানে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা বধুর মনোবেদনা প্রকাশ পায়।

২০. মায় ডাকিলে জুয়াপ নাই
তাই ডাকিলে উবাও আই।
অর্থ : মায়ের ডাক শুনে পুত্রের কোনও উত্তর নেই কিন্তু, স্ত্রী ডাকলে দাঁড়াও আসি

প্রসঙ্গ-কথা : মায়ের কথায় গুরুত্ব নেই কিন্তু, স্ত্রীর কথায় অধিক গুরুত্ব প্রকাশ।

২১. গাঙ্গে দিয়া বইয়া যায় একছড়ি কলা
হড়ি বউয়ে ঝগড়া করইন কার কেমন গলা।
অর্থ : নদী দিয়ে ভেসে চলে এক ছড়ি কলা, শাশুড়ি-বউ ঝগড়া করে কার কেমন গলা।
প্রসঙ্গ-কথা : শাশুড়ি বধু সংক্রান্ত প্রবাদে আমরা লক্ষ করি, প্রায় সব সময়ই তাদের মধ্যে একটা কটু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতেই যেন অভ্যস্ত।

২২. মাউগর বাড়ুয়া
অর্থ : স্ত্রীর কথায় চলে।
প্রসঙ্গ-কথা : স্ত্রীর কথার অবাধ্য হয় না।

২৩. সারাদিন এলেমেলে
হাই আইতে বারা বানে দুম্বা ফালে।
অর্থ : সারাদিন ঘুরাঘুরি, স্বামী যখন ঘরে আসে তখন স্ত্রী ধান বানতে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে।
প্রসঙ্গ কথা : বধূ সারাদিন কোনও কাজকর্ম করেনি, কিন্তু স্বামী আসতেই ধান ভাঙতে শুরু করেছে।

২৪. হড়িয়ে বউয়ে যখন করইন ক্যারেংকাল
আরি পরিয়ে হুনিয়া কইন
ওউ লাগসে করতাল।
অর্থ : শাশুড়ি বধূ যখন ঝগড়া করে তখন, পাড়া-প্রতিবেশী তা শুনে বলে এখন লাগছে করতাল।
প্রসঙ্গ কথা : শাশুড়ি পুত্রবধুর কোন্দল পড়শীদের আমুদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

২৫. হড়ি নাই ঘর
বউ সাইর।
অর্থ : শাশুড়ি ঘরে না থাকলে পুত্রবধূ সেয়ানা।
প্রসঙ্গ কথা : শাশুড়িবিহীন পরিবারে বধূ প্রধান হলে তা অন্যের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৬. হাইর কড়িদিয়া ভাইর নাম
ভাই আইতে নাইয়র যাইন।
অর্থ : স্বামীর টাকায় ভাইয়ের নাম, ভাই এলে বাবার বাড়ি যান।
প্রসঙ্গ কথা : শাশুড়ি কর্তৃক বধুর সমালোচনা।

২৭. কার হকদায় খাও বান্দি
ঠাকুর চিন না।
অর্থ : কার টাকায় তুমি খাও, তাকে তুমি চেনো না।
প্রসঙ্গ-কথা : বধূ শাশুড়ির কাছে যে গোলাম সেটার উদাহরণ।

২৮. ধব ধবাইয়া আটে বেটিয়ে
চুখ পাকাইয়া চায়
মুলুকর আগে রান্ধে বেটিয়ে
হাইর আগে খায়।
অর্থ : ডুমডুম শব্দ করে হাঁটা, বড় বড় চোখ দিয়ে তাকায়, সবার আগেই রান্না করে, স্বামীর আগে খায়।
প্রসঙ্গ কথা : বধুর চলন-ধরন শাশুড়ির কাছে ভালো লাগে না।

২৯. ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ হিলে
আরি পরি জব্দ হইন চউখঅ আঙ্গুল দিলে।
অর্থ : কন্যা জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে, পাড়া-প্রতিবেশী জব্দ হন চোখে আঙুল দিলে।
প্রসঙ্গ কথা : প্রবাদটিতে মেয়ে ও বধূকে যে ভাবে জব্দ করার কথা বলা হয়েছে তা আসলে অত্যাচার হিসেবে ধরা যেতে পারে।

৩০. হাইর ভাত খাইন আর লাঙর গীত গাইন।
অর্থ : স্বামীর ভাত খেয়ে প্রেমিকের গুনগান।
প্রসঙ্গ-কথা : অকৃতজ্ঞ নারী।

৩১. পুত নিল বউয়ে
ঝি নিল জামাইয়ে
মুই অইলু বান্দি
রান্দি আর কান্দি।
অর্থ : পুত্র নিল বৌয়ে, মেয়ে নিল জামাইয়ে, আমি এখন বান্দি, রান্না করি আর কান্না করি।
প্রসঙ্গ-কথা : বৃদ্ধ শাশুড়ি মা'য়ের মানসিক যন্ত্রণা, একাকীত্বের করুণ চিত্র।

৩২. উঠ কপালি চিরল দাঁতি লম্বা মাথার কেশ
এই কন্যা বিয়া করলে ভরমায় নানান দেশ।
অর্থ : উঁচু কপাল, চিকন লম্বা দাঁত, লম্বা মাথার চুল, এই কন্যা বিয়ে করলে ভুগতে হবে।
প্রসঙ্গ কথা : সমাজ জীবনে নারীর চেহারার উপর নির্ভর করে তাদের বিবাহিত জীবন সুখী হবে কিনা

৩৩. লাকড়িয়ে ভাঙ্গে চুলার মুখ
হড়িয়ে ভাঙ্গে বউর মুখ।
অর্থ : কাঠ-কয়লা চুলার মুখ ভাঙ্গে, শাশুড়ি ভাঙ্গে বধুর মুখ।
প্রসঙ্গ কথা : শাশুড়ি বধুর ঝগড়া শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়।

শাশুড়ি-বধু সংক্রান্ত হাজার হাজার প্রবাদ এখনও বরাক উপত্যকায় প্রচলিত। এইসব প্রবাদের মধ্যে দিয়ে আমরা পারিবারিক জীবনের নানাদিক পেয়ে যাই এবং নারী চরিত্র বিশেষের মনস্তত্ত্বেরও পরিচয় লাভ করি। নারী যে পিতৃগৃহে জন্ম থেকে বড় হয়েছে, সেখানে

নাইওর যেতে মন চাইলেও স্বামীর আচরণে বা শাশুড়ির বাক্যবাণে তার আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এই মেয়ে একদিন 'মা' হয়, নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, সেই জন্য নিজের মেয়ের বিবাহিত জীবনে সে তার মতো দেখতে চায় না। বাঙালি নারী সংক্রান্ত প্রবাদের সিংহভাগ জুড়ে থাকে শাশুড়ি-বধূ, বরাক উপত্যকায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা লক্ষ করেছি, শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত নববধূ, প্রত্যেক সমস্যার ক্ষেত্রে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে। গৃহের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গৃহলক্ষ্মী হয়ে সেবাপরায়ণতাকেই জীবনধর্ম বলে জেনেছে। নারীর কাছে স্বামীই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল, স্বামীহীন সংসারে নারী কান্ডারীবিহীন, সে দুঃখ করে বলে, 'খড়ালি বিহনে নাও ঘুরে ঘাটে ঘাটে' (অর্থাৎ কাণ্ডারীবিহীন)।

অন্যদিকে, বধূ যত সুন্দরী ও সর্বগুণসম্পন্ন হোক না কেন শাশুড়ির দৃষ্টিতে নববধূর কাজ-কর্ম, হাঁটা-চলা ইত্যাদি ঘৃণিত ও নিন্দিত। অকারণ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যে দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর মাঝে যদি শাশুড়ির নিজের মেয়েকে পেয়ে যান তাহলে বধূর আর দুঃখের সীমা থাকে না। যে বধূ সমস্ত জীবন ধরে শাশুড়ি কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করতে পারেনি, সে এই নির্যাতন থেকে মুক্তি কামনা করে। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একদিন সেও শাশুড়ি হয়, সংসারে সে স্থায়ী আসন দখল করে নেয়। নিজে আজ শাশুড়ি হয়েছে, তিল-তিল করে সঞ্চিত ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয় তার মনে। তখন সে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বৃদ্ধ শাশুড়িকে ঘায়েল করতেও পিছপা হয় না।

* 'খালায় নালায় আইল পানি
গঙ্গা ভাগীরথী
বুড়া হইলা ধুড়া অইলা
তাইন অইলা সতী। এই কথা শুনে বৃদ্ধ শাশুড়ি দুঃখ করে বলেন—

* হড়ি মারি বউ আগে
ই বউ পাইছলাম কপালর আগে।"

অথবা

* সুখ করগো পুতর বউ, খোদায় তোমায় দিছে
আমারও এমন দিন আছিল, খোদায় কাড়ি নিছে।"

এই কথাগুলির মধ্যে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়।

পারিবারিক জীবনে মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, 'মা' স্নেহ-মমতার উৎস ও সংসারের বন্ধন। মা হলেন সন্তানগত প্রাণ। সংসারে স্বার্থশূন্য কপটতাহীন আন্তরিক স্নেহ, মায়া-মমতা একমাত্র মায়ের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায়। বধূ ও শাশুড়ি হিসেবে নারীকে যতটা অবজ্ঞা-অবহেলার শিকার হতে হয়েছে, ততটা 'মা' হিসেবে কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। নারী মনের দুঃখের কথা প্রবাদ-প্রবচনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আড়ালেই বিশেষভাবে প্রকাশিত। নারী জাতি ও কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজ-সংসারে বিরূপ মনোভাব লক্ষ করা যায়। প্রবাদের মাধ্যমে নারী তার আচার-আচরণ, মানসিকতা, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। শ্বশুরবাড়ির শত লাঞ্ছণার মধ্যেও নারীর কাছে পরম প্রার্থিত শ্বশুরবাড়ি। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেই ফুটে ওঠে নারীর অন্তর জীবনের অকপট পরিচয়। নারী প্রতিবাদ করতে শেখেনি, অথচ স্ত্রী হিসেবে

সংসারে তারও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তারও নানা স্বপ্ন থাকে, ইচ্ছা থাকে, সে চায় ভালোবাসা, সে চায় সংসারের সচ্ছলতা। অনেক সময় আনন্দের স্রোতে তারা চলে যায় কল্পনার রাজ্যে, নিজের বঞ্চিত জীবনের ইচ্ছাপূরণের তাগিদে তারা স্বপ্ন দেখে একটা সুখী জীবনের। সংসার সমুদ্রে অতৃপ্ত মনোবাসনার মধ্যেও তারা সুখে-দুঃখে জীবন অতিবাহিত করে। নারী মনস্তত্ত্বের একটি হাতিয়ার প্রবাদ, সমাজের বহুবিস্তৃত আচরণ, অবচেতন মনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে প্রবাদের মাধ্যমে। বরাক উপত্যকার সমাজজীবনকে জানতে হলে লোকপ্রবাদগুলি বিশেষভাবে সহায়ক। শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদগুলি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাছাড়া, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বরাক উপত্যকার শাশুড়ি-বধূ সংক্রান্ত প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান লাভ করাও সম্ভব।